গর্ভধারণের পূর্বে এবং প্রসবের আগে নির্ণয়কারী প্রয়োগ কৌশল (লিঙ্গ নির্ণয় নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৯৪

প্রি কনসেপশন অ্যান্ড প্রি নাটাল ডায়াগনষ্টিক টেকনিক্স (প্রহিবিশন অফ সেক্স সিলেকশন) অ্যাক্ট, ১৯৯৪

সর্বশেষ সংশোধন, ২০০২

ভারতে কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই আইনটির প্রয়োজন হয়। এই আইনটির বিভিন্ন ধারায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা আছে। এখানে শুধুমাত্র ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়কারী বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

এই আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

- এই আইন অনুযায়ী প্রজনন বিশেষজ্ঞসহ কোন চিকিৎসক বা চিকিৎসকের কোন দল নারী বা পুরুষ বা উভয়ের শরীরের উপর ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবেন না।
- অন্ততঃ ছমাসের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বা চার সপ্তাহের ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তিকে জেনেটিক কাউন্সেলিং, ল্যাবরেটরি বা ক্লিনিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।
- কোন ব্যাক্তি, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করতে পারে এরকম কোন যন্ত্র, রেজিস্ট্রিভুক্ত নয় এমন কোন জেনেটিক কাউন্সেলিং সেন্টার, ল্যাবরেটরি বা ক্লিনিককে বিক্রি করতে পারবেন না।
- রেজিস্ট্রেশন ছাড়া ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য কোন আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বা কোন যন্ত্রের ব্যবহার কোন সংস্থা যদি করে তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- ভ্রূণের অস্বাভাবিকতা পরীক্ষা করা ছাড়া আর কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা কোন ক্লিনিকে বা ল্যাবরেটরিতে করা যাবে না।
- নীচে উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া গর্ভবতী নারীর উপর আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যাবে না -
  - ক) মহিলার বয়স ৩৫ বছরের বেশি হলে
  - খ) গর্ভবতী মহিলার আগে দুবারের বেশি স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাত হয়ে থাকলে
  - গ) গর্ভবতী মহিলার শরীরে কোন ওষুধ বা বিকিরণজনিত বা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হলে বা তিনি কোন সংক্রমণে আক্রান্ত হলে

ঘ) গর্ভবতী মহিলার নিজের পরিবার বা তার স্বামীর পরিবারে মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বা জিনগত রোগের ইতিহাস থাকলে। এছাড়া,

- যিনি গর্ভবতী মহিলার শরীরের 'আলট্রাসোনোগ্রাফি'- করছেন তিনি অবশ্যই মহিলার শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।
- মহিলার স্বামী, অন্য কোন আত্মীয় বা অন্য কোন ব্যক্তি তাকে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য উৎসাহ দেবেন না।

নীচে উল্লিখিত পদ্ধতি মেনে গর্ভস্থ ভ্রূণের পরীক্ষা করতে হবে -

ক) যার উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে সেই মহিলাকে এই পরীক্ষার পার্শ্ব ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

খ) পরীক্ষার আগে নির্দিষ্ট ফর্মে মহিলার লিখিত সম্মতি নিতে হবে। মহিলা যে ভাষা বোঝেন স্বাক্ষর করার জন্য মহিলাকে সেই ভাষার ফর্ম দিতে হবে।

গ) মহিলার স্বাক্ষরসহ ভর্তি করা ফর্মের একটি কপি (নকল) মহিলাকে দিতে হবে।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় বিরোধী আইনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঃ

- গর্ভসঞ্চারের সময় বা গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য যে সমস্ত ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়, এই আইনের মাধ্যমে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- এই অপরাধে যুক্ত কোন চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী বা চিকিৎসা ব্যবসায়ীর সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাঁচ বছর কারাবাস এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা; কোন চিকিৎসক একাধিকবার এই অপরাধ করলে তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যেতে পারে।
- গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় বা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরণের প্রচার, বিজ্ঞাপন দেওয়া বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

জেনে রাখা দরকার

এই আইনের অধীনে যদি কোন মহিলার সম্মতির বিরুদ্ধে তার ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করা হয় এবং / অথবা গর্ভপাত ঘটানো হয়, তহলে উক্ত মহিলা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (এন.জি.ও.) কাছে যেতে পারেন অথবা নিজের এলাকাভুক্ত থানায় এফ. আই. আর. করতে পারবেন।